০৫-১১-২০১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - সেবার সাথে সাথে স্মরণের যাত্রাকেও ধরে রাখতে হবে ,এই রুহানী যাত্রায় কখনও শিথিল হওয়া বা গাফিলতি করা যাবে না ।"

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের মন যদি রুহানী সেবায় না লাগে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর :- যদি রুহানী সেবায় মন না লাগে তবে অবশ্যই জানতে হবে যে দেহঅভিমানের অশুভ লক্ষণ এখনও রয়ে গেছে । চলতে ফিরতে দেহ অভিমানের কারণে যখন নিজেদের মধ্যে ক্রোধ উৎপন্ন হয় তখনই এই সেবাকাজ ছেড়ে দেয় । ক্রোধের কারণে একজন অন্যজনের মুখ দেখলেই সেবার ইচ্ছা চলে যায়, তাই বাবা বলেন যে দেহঅভিমানের অশুভ লক্ষণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখো ।

গীত :- আমাদের তীর্থ হল আলাদা সকলের চেয়ে .....

ওম্ শান্তি । এই গানের লাইন বাচ্চাদের সতর্ক করে দিয়েছে । তোমরা কি বলবে ? বুদ্ধিতে একথা যেন স্মরণ থাকে যে আমরা তীর্থ যাত্রায় আছি এবং আমাদের এই যাত্রা সবার থেকে আলাদা । এই যাত্রাকে কখনোই ভুলো না । এই যাত্রার উপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করে । অন্য সকল মানুষ যারা এই দেহসহিত বিভিন্ন তীর্থস্থানে যাত্রা করে , তারা ফিরেও আসে এবং জন্ম জন্মান্তর তারা এই যাত্রাই করে এসেছে । আমাদের তীর্থ কিন্তু তা নয় । অমরনাথে গিয়ে আবার মৃত্যুলোকে চলে আসবে । তোমাদের এটা যাত্রা নয় , অন্য সব মানুষদের এ হলো যাত্রা । তীর্থ পরিক্রমা করেও পতিত হয়ে যায় । এখানে অনেক ধরনের তীর্থ যাত্রা আছে । দেব - দেবীর মন্দিরও অনেক আছে । বিকারীদের সাথে কত মানুষ এই তীর্থ যাত্রায় যায় । তোমরা বাচ্চারা তো প্রতিজ্ঞা করেছো - নির্বিকারী থাকার । তোমাদের নির্বিকারীদের জন্য এই যাত্রা । নির্বিকারী বাবা , যিনি চির পবিত্র, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । সাগরের জলকে বিকারী বা নির্বিকারী বলা যাবে না । না তার থেকে বেরোনো গঙ্গা মানুষকে নির্বিকারী বানাবে । মানুষমাত্র এতটাই পতিত হয়ে পড়েছে যে কিছুই বুঝতে পারে না । দুনিয়ার মানুষ তো শরীর নিয়ে যাত্রা করে - সে হলো অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর যাত্রা । আর এ যাত্রা হলো বড়া তোমাদের বাচ্চাদের উঠতে বসতে এই যাত্রার খেয়াল রাখতে হবে । মানুষ যখন এই তীর্থ যাত্রায় যায় তখন তাদের সমস্ত কাজকর্ম , গৃহস্থ ব্যবহার ইত্যাদি ভুলতে হয় । অমরনাথের জয় .....ব্যস , এই কথাই বলতে থাকে । মাস ,দুমাস তীর্থ যাত্রা করে ফিরে এসে আবার পতিত হয়ে পড়ে । তারপর তারাই আবার গঙ্গাস্নান করতে যায় । তারা জানেই না যে তারা রোজ পতিত হতে থাকে । গঙ্গা বা যমুনা নদীর ধারে যারা থাকে তারাও রোজ পতিত হয়ে যায় । তারা রোজ গঙ্গা স্নান করে । এক তো তারা এই স্নান নিয়ম করে করে , দ্বিতীয়ত কোনো বিশেষ দিনেও তারা এই গঙ্গা স্নান করে কারণ তারা জানে যে গঙ্গা হল পতিত - পাবনী । এমন তো নয় যে ওই বিশেষ এক দিনেই গঙ্গা মানুষকে পবিত্র বানায়, তারপর আর নিজে পবিত্র থাকে না । এমন তো হয় না কোনো বিশেষ দিন উপলক্ষে গঙ্গার পারে যখন মেলা বসে তখন গঙ্গা পতিত - পাবনী হয়ে যায় । এমন হয় না । গঙ্গা সবসময় একইরকম থাকে । মানুষ রোজই সেখানে স্নান করতে যায় । কোনো বিশেষ দিন উপলক্ষে মেলা বসলেও মানুষ সেখানে যায় । যদিও এর কোনো অর্থ নেই । গঙ্গাই হোক বা যমুনা , সবই একা মানুষ মৃতদেহও সেই জলে ফেলে দেয় । এখন তোমাদের বাচ্চাদের এই রুহানী যাত্রায় থাকতে হবে । ব্যস , এখন আমাদের ঘরে যাবার সময় । এতে গঙ্গা স্নান করার বা শাস্ত্র পাঠের কোনো বিষয়

থাকতে পারে না । বাবাও এখানে একবারের জন্যই আসেন । সমস্ত দুনিয়াও এই একবারের জন্যই পতিত থেকে পবিত্র হয় । তোমরা এও জানো যে সত্য যুগ হলো নতুন দুনিয়া আর কলিযুগ হলো পুরোনো দুনিয়া । বাবাকে অবশ্যই এই দুনিয়ায় আসতে হবে নতুন দুনিয়ার স্থাপন আর পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ করার জন্য । এই কাজ একমাত্র শিববাবার । কিন্তু মায়া এমন তমোপ্রধান বুদ্ধি বানিয়ে দেয় যে মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না । প্রদর্শনীতে কত বড় বড় মানুষ আসে । সন্ন্যাসীরাও এখানে আসবে কিন্তু বুঝতে পারবে কোটি মানুষের মধ্যে কয়েকজন । তোমরা লাখ লাখ মানুষকে বোঝাও কিন্তু কিছু বিশেষ মানুষই বুঝতে পারে । কিন্তু অনেককেই এই কথা বোঝাতে হবে । অবশেষে তোমাদের এই বোঝানো এবং ছবি মানুষ খবরের কাগজেও পড়বে । সিঁড়ির কথাও কাগজেই পড়বে । মানুষ বলবে এ তো ভারতের জন্য । অন্য ধর্মের লোকেরা কোথায় যাবে । শেষ সময়ের গায়নও আছে । শেষ সময় অর্থাত্ ঘরে ফিরে যাবার সময় । যখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়ার স্থাপন হবে তখন তো অবশ্যই সবাই ঘরে ফিরে যাবে । সকলেরই বিনাশের সময় উপস্থিত হবে । এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে । এই কথা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া অন্য কেউই জানে না । তোমরা জানো যে এখন নরকবাসীদের বিনাশ আর স্বর্গবাসীদের স্থাপনা হচ্ছে । কল্প কল্প এমনই হয়ে থাকে । এখনও যে অল্প সময় আছে তাতেও অনেকেই এই কথা বোঝার সুযোগ পাবে । এই বিষয়ে মেলাও হতে থাকবে । সবাই লিখতে থাকে যে আমরা মেলা করি বা প্রদর্শনী করি । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করা ভুললে চলবে না । বাচ্চাদের মধ্যে এখনও ঢিলেঢালা ভাব রয়েছে । এমন ভাবে যাত্রা করে যেন বৃদ্ধ হয়েছে । যেন শরীরে শক্তি নেই , কিছু খায়ও নি । বাবা কতো ভাবে খেয়াল রাখেন । খেয়াল রাখতে রাখতে ঘুমই চলে যায় । সবাইকেই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । বাচ্চারা জানে আমাদের বেহদের শিববাবা পড়াচ্ছেন । তাই বাচ্চাদের কত অপার খুশী হওয়া চাই । এই পড়ার দ্বারাই আমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারি । কারো কারো চলন এমন যেন কাঁকড়ার মতো । এই কাঁকড়াদের বাবা দেবতা বানান । তবুও কারো কারো চলন খুব মুশকিলে পরিবর্তন হয় । এই সিঁড়ির ছবিতে খুব সুন্দর জ্ঞানের কথা আছে । কিন্তু বাচ্চারা এতো কাজ করে না । এই ঈশ্বরীয় যাত্রাই করে না । বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যাবে । তোমাদের বুদ্ধি সোনার মত হয়ে যাবে । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধি পরশ পাথরের মতো হওয়া চাই । তোমাদের অনেকের কল্যাণ করতে হবে । তোমরা এখন সতোপ্রধান থেকে তমো প্রধান হয়েছো, আবার সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা বলেন , আমাকে স্মরণ করো । কৃষ্ণকে কিন্তু ভগবান বলা যাবে না । তাঁকে বলা হয় কালো - শ্যাম । বাবা এই অপবিত্র আত্মাকে বসে বুঝিয়েছেন । এই আত্মা জানে যে , বাবা আমাকে এই বিশ্বের মালিক বানান, তাই খুশীতে তাঁর বুদ্ধি কতটা ভরপুর থাকা উচিত । এতে গর্ব করার বা উদ্ধত হওয়ার কোনো কথাই নেই । বাবা কতটা নিরহংকারী । তোমাদের বুদ্ধিতে কতটা খুশী থাকা চাই যে কাল আমরা হীরে জহরতের মহল বানাবো । নতুন দুনিয়াতে আমরা রাজধানী চালাবো । এই দুনিয়া তো সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়া । এই দুনিয়ার মানুষ তো কোনো কাজের নয় , তারা কিছুই জানে না । এও তোমাদের দেখানো দরকার যে - তোমাদের জীবন হীরের মতো ছিল । সেই জীবনই ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কড়ির মতো হয়ে গেছে । এই সিঁড়ির ছবি হল এক নম্বর ছবি । দ্বিতীয় নম্বরে হল ত্রিমূর্তি ।

তোমরা বলো যে - নিকট ভবিষ্যতে ভারত শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে । সেই শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ায় খুব অল্পই মানুষ থাকবে , এখন তো কতো মানুষ । মহাভারতের লড়াইও তোমাদের সামনে । সমস্ত আত্মারা মশার মতো ঝাঁক বেঁধে চলে যাবে । আগুন সামনে জ্বলন্ত অবস্থায় আছে । যতোই তোমরা

ঠিক করো সবকিছু ঠিক করার ,ততই খারাপ হয়ে যাও । বাবা এখন বাচ্চাদের রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন । বাচ্চাদের এই বিষয়ে কত নেশা বাড়িয়ে দেন । আবার কেউ কেউ এখান থেকে বাইরে গেলে তাদের মাথা থেকে জ্ঞান উড়ে যায় । কিছুই আর স্মৃতিতে থাকে না । না হলে তো শখ থাকবে গিয়ে সেবা করবার । বাবাও তোমাদের গুণ দেখে সেবাতে পাঠাবেন । তাই এই বিষয়ে খুব খুশী থাকবে । সেবা করতে থাকলে খুশীর পারা চড়তে থাকবে । খুব ভালো ভালো পুরোনো বাচ্চারাও নিজেদের মধ্যে অল্প কথা নিয়েই রাগারাগি করে । এমনই সামান্য কথায় তোমরা সেবা কাজ ছেড়ো না । খুশী হয়ে তোমাদের সেবাকাজ করতে হবে । যার সাথে বনে না , তার মুখ দেখলেই তোমাদের তোমাদের সেবা করার ইচ্ছা চলে যায় । যখন সেবা করার ইচ্ছা আর থাকে না তখন অনেকেই সরে যায় । তখন তো জ্ঞানী আর অজ্ঞানীতে কোনো তফাত থাকে না । তখন দেহ – অভিমানের কু প্রভাব এসে পড়ে । এ হলো এক নম্বর রোগ । বাবা বলেন যে – বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও । আত্মারাই তো সবকিছু করে । আত্মারাই বিকারী এবং নির্বিকারী হয় । স্বর্গে আত্মারা নির্বিকারী ছিলো। আবার রাবণ রাজ্যে সেই আত্মারাই বিকারী হয়ে যায় । এই বিশ্বনাটক এমনভাবেই বানানো হয়েছে তাই তো মানুষ ডাকতে থাকে , হে পতিত – পাবন এসো । যে একদিন নির্বিকারী ছিলো সেই আবার পতিত , বিকারী হয়ে যায় । এই কথা কারোর বুদ্ধিতে থাকে না যে আমরাই একদিন নির্বিকারী ছিলাম , এখন বিকারী হয়েছি । আমরা আত্মারা সকলেই মূলবতনের অধিবাসী । সেখানে আমরা আত্মারা সকলেই নির্বিকারী ছিলাম । এখানে শরীরে এসে অভিনয় করতে করতে বিকারী হয়েছো । এই কথা বাবা বসে তোমাদের বোঝান । আত্মারা যখন শান্তিধাম থেকে আসে তখন অবশ্যই পবিত্র থাকে তারপর ধীরে ধীরে অপবিত্র হয়ে যায় । পবিত্র দুনিয়ায় 9 লাখ মানুষ থাকে । তাহলে এতো আত্মারা কোথা থেকে এসেছে ? অবশ্যই এরা শান্তিধাম থেকেই এসেছে । ওই দুনিয়া হলো শান্তিপূর্ণ বিদেহীদের দুনিয়া । সেখানে সমস্ত আত্মারা পবিত্র থাকে তারপর এই দুনিয়ায় এসে অভিনয় করতে করতে সতো , রজো এবং তমো এই তিন অবস্থায় আসতে থাকে । সকলকেই পবিত্র থেকে পতিত হতে হয় । তারপর বাবা এসে আবার সকলকে পবিত্র বানাবেন । এই নাটক যুগ যুগ ধরে চলতেই থাকছে । এই নাটকের আদি – মধ্য এবং অন্তের রহস্য একমাত্র বাবা ছাড়া কেউই বলতে পারে না । সেই বাবাকেই কেউ জানে না । ঋষি , মুনিরাও " নেতি – নেতি " করে গেছে অর্থাত্ বলেছেন আমরা ভগবান বা তাঁর রচনা সম্বন্ধে জানি না । তাঁরা আবার বলে গড ফাদার হলো জ্ঞানে পরিপূর্ণ । এই পরমাত্মা হলেন সর্ব আত্মাদের বাবা এবং তিনি হলেন বীজরূপ । শিববাবা হলেন আত্মাদের বীজরূপ আর এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । নিরাকার শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে মানুষের দ্বারাই মানুষকে বোঝান । তাঁকে মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বলা যাবে না । তিনি হলেন আত্মাদের পিতা আর আর এই ব্রহ্মা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির প্রজাপিতা , যাঁর দ্বারা বাবা এসে জ্ঞান দান করেন । আমাদের আত্মা আলাদা এবং শরীরও আলাদা । মন , বুদ্ধি এবং চিন্তনশক্তি সবই আত্মার মধ্যে আছে । এই আত্মা এসেই শরীরে প্রবেশ করে , এই অভিনয় করার জন্য। তোমরা জানো যে কেউ যখন শরীর ত্যাগ করে তখন এই মৃত্যুর পর অন্য শরীরে প্রবেশ করে অন্য অভিনয় করবে, তাই এতে কান্নাকাটি করে আর কি হবে । তারা আবার অন্য শরীরে এসে আমাদের মামা বা কাকা হয়ে জন্মাবে । কান্নাকাটি করলে আর কি হবে । তোমাদের মাম্মা চলে গেছেন , কিন্তু নাটকের নিয়ম অনুসারে তিনি তাঁর অভিনয় করছেন । এমন অনেকেই তো মৃত্যুর পর অন্য কোথাও গিয়ে জন্ম নেন । এই কথা তো বোঝাই যায় যে , বাচ্চা যেমন বাবার আজ্ঞাকারী হবে তেমনই তারা অবশ্যই বড়এবং ভালো ঘরে জন্ম নেবে । এখানকার সকলেই ভালো ঘরে জন্ম নেবে । নম্বর অনুসারেই এইসব হয় । মানুষ যেমন যেমন কর্ম করে ঠিক তেমন ঘরেই

তাদের জন্ম হয় । পরে তোমরাই গিয়ে রাজার ঘরে জন্ম নেবে । কে রাজার ঘরে জন্ম নেবে সে নিজেই তা বুঝতে পারে । তবুও দৈবী সংস্কার তো এখান থেকেই নিয়ে যেতে হবে । এই বিষয়ে অনেক বিশাল বুদ্ধি রেখে বিচার সাগর মন্থন করতে হয় । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । তাই বাচ্চাদেরও জ্ঞানের সাগর হতে হবে । নম্বরের ক্রমানুসারেই তো এক একজন হয় । এটা বুঝতে পারা যায় যে আগে গিয়ে আরো উন্নতি হবে । এমনও হতে পারে যে আজ কোনো কাজ করতে পারছে না, কাল আবার সে অনেক তীক্ষ্ণ গতিতে এগিয়ে যাবে । এই কুগ্রহের দশাও কেটে যাবে । কারোর উপর রাহুর দশা যখন চলে তার তখন গর্তে পরে যাবার মত অবস্থা হয় । হাড়গোড়ও যেন ভেঙ্গে যায় । বেহাদের বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেও যখন পতিত হয় তখন ধর্মরাজের দ্বারা অনেক সাজা খেতে হয় । এই বেহদের বাবা হলেন বেহদের ধর্মরাজ তাই তাঁর সাজাও বেহদেরই হয় । কোনো কথা শুনতে যদি গাফিলতি করো বা উল্টো কাজ করো তাহলে সাজাও অবশ্যই খেতে হবে । এই কথা তোমরা বুঝতেই পারো না যে তোমরা ভগবানের কথার অবজ্ঞা করছো । এই সমস্ত কথাই বাবা তোমাদের বোঝান । তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো , সেবাকাজেও সাহায্যকারী হও । আর যোগের যাত্রায় থাকো । ছবি দেখিয়ে যদি তোমরা বোঝানোর অভ্যাস করো তাহলে তোমাদের অভ্যাস তৈরী হবে । না হলে তোমরা উঁচু পদ কি করে পাবে ? অজ্ঞান অবস্থায় কারোর কারোর বাচ্চা খুবই সুপুত্র হয় , আবার অনেকে কুপুত্রও হয় । এখানেও কেউ কেউ চট্ করে বাবার কাজ করে দেখায় । তাই বাচ্চাদের বেহদের সেবা করতে হবে । বেহদের আত্মাদের কল্যাণ করত হবে । এই খবর দিতে হবে যে – মনমনাভব । বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বুদ্ধি তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এখন হলো কলিযুগী তমোপ্রধান দুনিয়ার শেষ সময় । তাই এখনই সতোপ্রধান হতে হবে । ওই দুনিয়াও (সত্যযুগ) আত্মাদের কাছে নম্বরের ক্রমানুসারেই হয় , যেখানে আত্মারা নম্বরের ক্রমানুসারেই এসে অভিনয় করেও । নাটকের নিয়ম অনুসারে আত্মারা ক্রমানুসারেই অভিনয় করতে আসে । এখন সমস্ত আত্মারা এই রাবণ রাজ্যে দুঃখী আছে । এই কথাও অতি অল্প মানুষই বুঝতে পারে । যদি তোমরা কাউকে বলো যে তুমি পতিত তাহলে সে ভেঙ্গে পড়বে । বাবা বোঝান যে এই দুনিয়া হলো অজ্ঞানের দুনিয়া । বাবা এও বলেন যে – তোমরা তোমাদের রাজ্য – ভাগ্য এখান থেকেই নেবে । বাকি সবাই বিনাশ হয়ে এখান থেকে চলে যাবে । এই গায়ন আছে যে মহাভারতের লড়াই হবে , যাতে সব ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপন হবে । এই লড়াইয়ের পরে স্বর্গের দ্বার খুলে যায় । বাবা কত ভালোভাবে এই কথা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । ভবিষ্যতে তোমাদের কথা সকলেই শুনবে আর আরো মানুষ এগিয়ে আসবে । সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী , যারা পতিত হয়ে গেছে তারাই এসে নম্বরের ক্রমানুসারে নিজেদের বর্সা বা সম্পত্তি নেবে । প্রজা তো অনেক তৈরী হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভগবানের আজ্ঞার অবজ্ঞা কখনোই করা উচিত নয় । এই বেহদের সেবায় সুপুত্র বাচ্চা হয়ে সাহায্যকারী হতে হবে ।

২) জ্ঞান ধনের গুপ্ত খুশীতে নিজের বুদ্ধিকে ভরপুর রাখতে হবে । নিজেদের মধ্যে কখনোই মনোমালিন্য করা যাবে না ।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্মৃতির দ্বারা নিজের সমর্থ স্বরূপে থেকে সূর্যবংশী পদের অধিকারী হও ।

যে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে পারবে সেই সমর্থ স্বরূপে থাকতে পারবে । তার নিজের অনাদি আসল স্বরূপ সর্বদা স্মৃতিতে থাকে । কখনোই সে নকল মুখ ধারণ করে চলে না। কখনও কখনও মায়া নকল গুণ আর কর্তব্যের স্বরূপ বানিয়ে দেয় । কাউকে ক্রোধী , কাউকে লোভী , কাউকে দুঃখী , কাউকে আবার অশান্তও বানিয়ে দেয় – কিন্তু আসল স্বরূপ এই সব থেকে অনেক উপরে । যে সব বাচ্চারা নিজের আসল স্বরূপে স্থির থাকতে পারে তারাই সূর্যবংশী পদের অধিকারী হয় ।

স্লোগান :- সবার উপর দয়াভাব রাখতে পারলে অহংকার এবং সন্দেহ সমাপ্ত হয়ে যাবে ।